4 MAY 2017
7 ... 6

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য নুর-উন নবীর দ্বিতীয়বার নিয়োগ পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ আজ শেষ কার্যদিবস

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

দুর্নীতি ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগে অভিযুক্ত

অবশেষে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুর-উন নবীর মেয়াদ শুক্রবার ৫ মে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে হিসেবে আজ তার শেষ কার্যদিবস। নতুন করে আবারও তার উপাচার্য হিসেবে মেয়াদ এক্সটেনশন না হওয়ায় তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। ফলে অনেক আশা করে আবারও উপাচার্য হওয়ার বাসনা পূরণ না হওয়ায় তিনি মুষড়ে পড়েছেন।

এদিকে দীর্ঘ ৪ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র গত দু'দিন ধরে নিজের গাড়িতে করে বাসা থেকে নিয়ে এসে বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের তার কক্ষে ডেকে এনে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন কাজে উপাচার্যের ব্যয় করা বিপুল পরিমাণ অর্থ সমন্বয় করার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত ভাউচার তৈরি করে গোঁজামিল দিয়ে হিসাব মেলানোর কাজ চলছে তার দফতরে। অন্যদিকে গতকাল রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একটি অংশের কিছু নেতাকর্মী, সাবেক নেতা মিলে ৩০/৪০ জন আকস্মিকভাবে দুপুর ১২টার দিকে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। তাদের দাবি উপাচার্য চলে যাওয়ার আগেই চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে ১০টায় তারা উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছে। তবে ছাত্রলীগের নামে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করাকে অনেকে পাতানো খেলা বলে অবহিত করেছেন। কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা জানান, উপাচার্যের বিরুদ্ধে শেষষ মুহূর্তে বড় ধরনের কোন আন্দোলন বা ঘেরাওয়ের কবলে যাতে তিনি না পড়েন সে জন্য এটা একটা সাজানো নাটক। এ ব্যাপারে রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি তুষার কিবরিয়া জানান, যারা উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করেছে তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোন সম্পর্ক নেই। তারপরেও ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মী সেখানে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি, আপ্যায়নের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয়সহ বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা পেয়ে ৬টি সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন ইউজিসির চেয়ারম্যানের কাছে দাখিল করেছে। তদন্ত প্রতিবেদনের কপি গতকাল ক্যাম্পাসে সবার হাতে হাতে চলে আসায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে উপাচার্যের একদিন চাকরির মেয়াদ থাকা অবস্থায় শেষ মুহূর্তে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ায় ইউজিসির সমালোচনা করেছে অনেকেই।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ সম্পর্কে কোন লিখিত কাগজ পাননি বলে জানান। তবে তদন্ত প্রতিবেদন অনেকের কাছে তিনি দেখেছেন বলে স্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, উপাচার্য অধ্যাপক নুর-উন নবী সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হন তার চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার ২ মাসের মধ্যে তড়িঘড়ি করে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ১১৮টি পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা সংরক্ষণ না করে আবেদনপত্র আহ্বান আবেদনকারীদের ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু না করে পছন্দের কিছু ব্যক্তিকে ইন্টারভিউ জন্য ডেকে মৌখিক পরীক্ষার নামে প্রহসন করা। শুধু তাই নয় তার ডান হাত বলে পরিচিত একজন শিক্ষক নেতার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা চাকরি দেয়ার নামে আদায় করার বিষয়টি দৈনিক সংবাদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে তোলপাড় শুরু হয়। সংবাদের খবরের ওপর ভিত্তি করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করায় নিয়োগ কার্যক্রম ৩ মাসের জন্য স্থগিত করায় উপাচার্য ও তার ডান হাত শিক্ষক নেতার সব আশা নিরাশার চোরাবলিতে আটকে যায়। এছাড়াও রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর জাল করে তার নামে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার বিষয়টিও তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। এত কিছুর পরেও তিনি আবারও উপাচার্য পদে নিয়োগ পাবার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কয়েক দফা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অন্যদিকে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তিনি অবশেষে রংপুরে ফিরে আসেন। তার আর উপাচার্য পদে নতুন করে নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় গতকাল তিনি লিখিত বার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতর বিভাগ ও হলগুলোতে পাঠিয়ে তার কোন আচরণে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে সে বিষয়ে লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে